ভৃংগ বৃংগের রৃংগ কথা

লেখক—শ্রীকুমার পাঠক

বিরস বাংলার সরস কথা—(১)

জানুয়ারী—১৯৭০

মূল্য দশ পয়সা

= সৌভাগ্য—আপনার দ্বারে =

বড় বড় দোকান থেকে তো লটারী টিকিট কিনেছেন। এবার আমাদের ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান থেকে টিকিট কেটে আপনার ভাগ্য আর একবার পরীক্ষা করে দেখুন না! আমাদের এখানে সর্বপ্রকার লটারীর টিকিট পাওয়া যায়। খুচরা ও পাইকারী টিকিটের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। ডাকে প্রতি টিকিট ১·৯৫ পয়সা।

বি, রায় (ডিষ্ট্রিবিউটর)

লটারী হোম

১২, দম দম রোড, (জংশন) কলিকাতা-৩০

দ্রঃ দ্রঃ—গত ইং ৮।৬।৬৯ পাঞ্জাবের ৩য় পুরস্কার এবং গত ৮।১০।৬৯ তারিখে ইউ, পি, ষ্টেটের ৪র্থ পুরস্কার আমাদের কাউন্টার হইতে বিক্রয় হইয়াছে। এছাড়া আরও অনেক পুরস্কার আমাদের এখান হইতে উঠিয়াছে।

জাঁহাপনার স্বপ্ন

স্থানরাজপ্রসাদ। বঙ্গাধিপতি পায়চারী করছেন আর বলছেন।

বঙ্গাধিপ—সারা দেশটাই দেখছি লালে লাল হয়েগেল। চারিদি
খালি, লালঝাণ্ডা উড়ছে ; লাল রুমাল ঘুরছে, আর স
সেলাম ঠুকছে না-না-না-না বাংলার মসনদে বসে
চোখের সামনে দেশটাকে এমনভাবে লাল হয়ে যেতে দি
পারি না। এই কে আছিস !

চারু— সদাচারী একনিষ্ঠ ধার্মীক মহৎ মহান জনগণ রাজরাজে
যুক্তফ্রন্টের মহান নেতা মহা রাজাধিরাজ মহামান্যবঙ্গাধিপতি
জয় হোক ! (অভিবাদন করিলেন)।

বঙ্গা— কে, কে মহামান্য বঙ্গাধিপতি ! আমি না সেনাপতি চৌ
দেখছ না চোখের সামনে দেশের একপ্রান্ত থেকে আর
প্রান্ত পর্য্যন্ত সব লাল হয়ে যেতে বসেছে !

চারু— কেন হবে না বলুন। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে নবাব—সি
মীরজাফরের হাতে সৈন্য তুলে দিয়েছিল, তারপর তা
পরিণাম হয়েছিল বলতে পারেন জাঁহাপনা ?

বঙ্গা— হ্যা—পরাজয় ! কিন্তু আমি তা স্বীকার করি না।
জনগণের দরবারে আমি আর্জি পেশ করব।

চারু— কিন্তু তাতে কি হবে, লালের হাতে শ্রম, লালের হাতে
লালের হাতে লাল বাজার সবইত দিয়ে বসে
এখন চেচালে শুনবে কে ?

বঙ্গা— এর একটী ব্যবস্থা করতে হবে চারু তা না হলে
হাট-মাঠ-ঘাট-পথ-প্রান্তর-শহর-নগর-গঞ্জ-গ্রাম কল
ক্ষেন খামার সব লাল হয়ে যাবে যে ?

ক— কি করবেন বলুন ?

খ— আমি সত্যাগ্রহ করব ! সারা দেশের মানুষ কে আমি বুঝিয়ে দেব, যে ভয় নেই আমরা আছি, আমাদের দল আছে ! বাপুজীর মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ মানুষ আবার জেগে উঠবে। প্রতিরোধ করবে আন্দোলন করবে, লাল মুছে যাবে !

এমন সময় নেপথ্যে গান, শোনা গেল।

ভুল করে তুই চিনলি না তোর
মনের মানুষ হায়
ঝাঁপ দিলি তুই মরণ যমুনায়,

ক— কে, কে তুমি ! অমন ক'রে আমায় বিভ্রান্ত করছ !

খ— আমি শঙ্কর রায়, গুস্তাফী মাফ করবেন জাহাপনা !

ক— কে ! কে ! শঙ্কর রায় ? আমি তোমার চিনি না।

খ— আপনি আমায় বিলক্ষণ চেনেন জাহাপনা, আমরা যে একই গোত্রীয় এক নিতী, একই আদর্শে প্রতিপালিত।

ক— তা তোমার এখানে আসার প্রয়োজন ?

খ— আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না জাঁহাপনা, যে ঘর ছেড়ে আপনি একদিন বেরিয়ে এসেছেন—সে ঘর আজ দ্বিখণ্ডিত !

ক— সেত আমি দেখছি, কিন্তু ; তুমি কি বলতে চাও !

খ— ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চলুন জাঁহাপনা ! দিদিমণি আপনার পথ চেয়ে বসে আছেন !

ক— না না না না এ অসম্ভব ! ঘর ছেড়ে এসে নুতন করে যে ঘর বাধলাম তাকে ভেঙ্গে দিয়ে আবার ফিরে যাব জনগণ বলবে কি আমায় !

খ— তাহলে থাকুন আপনি—আমি চল্লাম। জনগণের ভয়ে আজ

আপনি যে কাজ করছেন না—একদিন বাধ্য হয়েই ...
হবে। এ ফ্রন্ট টিকবে না, তার—প্রমান কেরালা ...
কেরালায় যা হয়েছে এখানেও যদি তাই হয়···. (প্র...

বঙ্গা— শঙ্কর ! শঙ্কর ! যেওনা শোনো, যা চলে গেল, ... হবে, পদত্যাগ করব। যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গবে মিনী ... স্বরাষ্ট্র দপ্তর পাব—প্রহরী সেলাম ঠুকবে—... ফিরবে। মসনদে বসে বসে শুনব কল-কল্লোলে ... জনতার জয়গান হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

চারু— জাঁহাপনা ! জাঁহাপনা ! কি হলো ! কি হল ...

বঙ্গা— কিচ্ছু হয়নি চারু ! একটা স্বপ্ন দেখছিলাম।

চারু— কিসের স্বপ্ন জাঁহাপনা ?

বঙ্গা— এখানে কেউ শুনে ফেলবে, আমাকে একটু ... চল চারু।

—ঃ যবনিকা ঃ—

পণ রক্ষা

সংগ্রাম আজ চলবে দেশে অজয় বাবুর পণ
অরাজকতা চতুর্দিকে চলবে যতক্ষণ
উড়ছে হাওয়ায় রাঙ্গা নিশাণ
জাগছে মজুর জাগছে কৃষাণ
যে যার দাবী করছে আদায় রক্ত রনাঙ্গণ
এ দেশেতে চলবে না তা অজয় বাবুর পণ
এ অরাজকতা বাংলা থেকে করতে হবে দূর

(৫)

হঠাৎ দেখি অনেক নেতার বদলে গেল সুর
নাও নিয়ে নাও পুলিশ বিভাগ
লাগ ভেল্কী লাগ লাগ লাগ্
লাগিয়ে দিল সত্যাগ্রহ মহা মহা শূর
যুক্তফ্রন্ট বিরোধীদের আনন্দও প্রচুর।
অজয় বলে সভায় সভায় দেশের জনগণে
নাই কোনও আর আত্মিয়তা লাল রুমালের সনে
নগর গঞ্জে হাটে মাঠে
যারা কেবল মানুষ পেটে
চলবে না আর তাদের সাথে যদি না বাধ মানে
রুখতে হবে এই অবিচার আজিকে প্রাণপণে।
সুশীল ধারা সভায় সভায় সবায় ডেকে বলে
একটি বারের জন্য আমায় পুলীশ বিভাগ দিলে
বেশী নয় স্রেফ্ তিনটি দিনে
দেশে দিতাম শান্তি এনে
শান্তি সুখে বাস করিত বঙ্গে সবাই মিলে
ওরা বাংলাদেশে সব্ দলকেই চাইছে খেতে গিলে
জ্যোতি হল উপ (মূখ্য) মন্ত্রী মানুষ বড় শান্ত
প্রতিবাদে কাঁপিয়ে দিল দেশের প্রতি প্রান্ত,
লক্ষ লোকের জনসভায়,
বললে ডেকে দেশের সবায়
ব্যর্থ করুন যুক্তফ্রন্টকে ভাঙ্গবার চক্রান্ত
তার প্রতিবাদে উঠল কেঁপে দেশের প্রতিপ্রান্ত!

বংগে-রংগ

কোন দেশেতে রঙ্গ এত
নাইরে এমন কোনো দেশে
নেতায় সাজে দেশ দরদী
কোথায় এমন ছদ্ম বেশে
কোথায় চলে দলে দলে
স্বার্থ নিয়ে লড়াইরে।
জনগণের ভোট পেয়ে সব
করছে যে যার বড়াইরে।
সে আমাদের ভঙ্গ দেশ
রঙ্গ ভরা বঙ্গ রে!
কোথায় এমন জোতদারেরা
খাস তালুকের দখল নিয়ে
ধানের গোলা তুলছে ভরে
চাষীর মাথায় টেক্কা দিয়ে
কোথায় জোট বেধে সব কৃষকেরা
প্রতিবাদ তার করছে রে!
সে আমাদের ভঙ্গ দেশ…বঙ্গরে!
কোথায় কলে চলছে ছাটাই
লক আউট ও করছে শেষে
কোন দেশেতে চাকরী মেলে
ব্যাকিং নয়ত টাকার ঘুষে
লক্ষ লক্ষ বেকার কোথায়
কাজের জন্য ঘুরছে রে!
সে আমাদের ভঙ্গ দেশ…বঙ্গ রে!
কোন দেশেতে মন্ত্রী হল
অজয় জ্যোতি সুশীল ধারা
যুক্তফ্রন্ট গঠন করে

তার বিরুদ্ধেই লড়ছে ওরা
কোথায় মুখ্যমন্ত্রী নিজেই গালি
দিচ্ছে নিজের সরকারে
সে আমাদের ভঙ্গ দেশ···বঙ্গরে।
কোথায় এখন জোতদারী
আর মজুতদারী চলছে না
এই জনতার ভয়ে এখন
কেউই কথা বলছে না
এখন কোথায় নিত্য ডেপুটে শন
মিছিল মিটীং চলছে রে
সে আমাদের ভঙ্গ দেশ···বঙ্গরে।

নেতা সব করে রব

নেতা সব করে রব দেশ গেল গেল
গ্রামে গ্রামে সত্যাগ্রহ করিতে লাগিল।
পুলিশের ক্যাম্প বসে থানা ছেড়ে মাঠে
চাষীগণ নিজ নিজ ক্ষেতে ধান কাটে।
চাষী সনে জোতদারের ঘটিছে বিবাদ
তরুন কান্তিরা সব করে প্রতিবাদ!
ছুটিল অজয় সুশীল গ্রামেতে ছুটিল
একই কথা সকলেরে কহিতে লাগিল।
গগনে উঠিল ঝাণ্ডা লোহিত বরন
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন।
অসভ্য বর্বর সরকার বলা ভাল নয়
(তাতে) সারা দেশে নিজ দেশের বদনাম হয়।
ওঠ সবে চুপ কর—দেখ নিজ দেশ
রাষ্ট্রকার্য্যে নিজমন করহ নিবেশ।

যুক্তফ্রন্টের কাছে মানুষ চায় এইটুক
৩২ দফা পূর্ণ করে দেশে আন সুখ।
আমাদের ছোট দেশে ছোট ছোট দল
দেশের স্বার্থের লাগি ভুলিয়া কোন্দল।
৩২ দফা কর্মসূচীতে মোরা ভাই ভাই
যুক্তফ্রন্ট গঠন করে দেশকে চালাই।
হিংসা আর মারামারি এবে নাহি করি
এ দেশের জনগণকে সদা মোরা ডরি।
বাংলার জনগণ দেবতার সমান
ভোট দিয়ে সকলের বাঁচাইছে প্রাণ।
মাঠ ভরা ধান চাষী তুলে নিতে চায়
বে আইনী জমির মালিক বাধা দিতে যায়।
কোন কোন দল একে কহে অরাজক
গ্রামে গ্রামে সভা করে করে বক্ বক্
কেহ কহে মন্ত্রী পদে থাকিব না আর
দেশে যদি এইরূপ চলে অনাচার।

মনে রাখবেন

রিটেক্স

একটি কলমের নাম, যা আপনাকে এনে দেবে লেখার আনন্দ আর দেবে স্থায়িত্বের গ্যারান্টি।

দে এণ্ড দাস কোং

ষ্টকিষ্ট—বিশ্বরূপ ষ্টোর

৫নং ষ্টেশন রোড, নন্দন কানন, রহড়া—২৪ পরগনা।

শ্রীকুমার পাঠক কর্ত্তৃক বাসু প্রিণ্টার্স ৫১, অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিঃ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।